রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, আগস্ট ৩, ২০০৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়

টিএ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৭ শ্রাবণ ১৪১৩/১ আগস্ট ২০০৬

এস, আর, ও নং ১৯৩-আইন/২০০৬।—Ports Act, 1908 (XV of 1908) এর—

(ক) section 4 এর sub-section (1) (a) এবং (2) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্ন তফসিলে বর্ণিত এলাকাকে মেঘনা ঘাট নদী বন্দরের সীমানা নির্ধারণপূর্বক উক্ত নদী বন্দরের ক্ষেত্রে উক্ত Act এর বিধানাবলীর প্রয়োগ বিস্তৃত করিল; এবং

(খ) section 7 এর sub-section (1) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষকে মেঘনা ঘাট নদী বন্দরের সংরক্ষক নিযুক্ত করিল, যথা ঃ—

তফসিল

মেঘনা ঘাট নদী বন্দরের সীমানা

উত্তর সীমানা ঃ মেঘনা নদীর পশ্চিম পাড়ে নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনার গাঁ থানার বৈদ্যের বাজার ইউনিয়নের বড় তিলক মৌজা নামক স্থান, নদী ও পূর্ব তীর হয়ে পূর্ব-পশ্চিম বরাবর ২৩° ৩৯′ ০৭″ উত্তর অক্ষ রেখা পর্যন্ত।

মূল্য ঃ টাকা ২.০০

পশ্চিম সীমানা	ঃ	মেঘনা নদীর উত্তর-পশ্চিম তীরের নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনার গাঁ থানার পিরিজপুর ইউনিয়নের চর রমজান ছানাউল্লাহ মৌজা এবং নদীর দক্ষিণ তীরের মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়া থানার হোসেনদী ইউনিয়নের আশরাফদি মৌজা দিয়ে উত্তর-দক্ষিণ বরাবর ৯০° ৩৫′ ৩১″ পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা পর্যন্ত।
দক্ষিণ ও পূর্ব সীমানা	ঃ	৯০° ৩৫′ ৩১″ পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা মেঘনা নদীর দক্ষিণ তীরকে যে স্থানে স্পর্শ করেছে উক্ত স্থান (হোসেনদী) হতে ২৩° ৩৬′ ৪৯″ উঃ অক্ষ রেখা নদীর দক্ষিণ তীরকে যে স্থানে স্পর্শ করেছে উক্ত স্থান (রায়পাড়া) পর্যন্ত নদীর দক্ষিণ তীর।
ভূ-ভাগের সীমানা (Fore shore limit)	ঃ	ভরা কাটাল (Spring Tide) এর সময় নদীর সর্বোচ্চ পানি সমতল বন্দর সীমাভুক্ত তীরের যে সীমা পর্যন্ত উঠে উক্ত পানি সীমা (Water Line) হতে মূল ভূ-ভাগের দিকে ৫০ (পঞ্চাশ) মিটার পর্যন্ত বিস্তৃত।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

কাজী মেরাজ হোসেন
সিনিয়র সহকারী সচিব।

মোঃ নূর-নবী (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।